যোগদর্শন সম্মত ঈশ্বরতত্ত্ব

যোগদর্শনে ঈশ্বরকে পুরুষবিশেষ বলা হয়েছে। অন্যান্য পুরুষের ন্যায় তিনি সর্বব্যাপী নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ। তিনি পুরুষবিশেষ বলে পুরুষতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত; অন্য কোন তত্ত্ব নয়। সাংখ্য ও যোগ দার্শনিকদের মতে, প্রকৃতি ও পুরুষ ছাড়া অন্য কোন তত্ত্ব নাই। পুরুষ এবং প্রধান ও প্রধানের ত্রয়োবিংশতি তত্ত্ব ছাড়া আর কিছুই নাই - থাকতে পারেও না।

ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব জগতের সৃষ্টির জন্য নয় ঠিকই, তবুও তাঁর ইচ্ছায় জ্ঞান প্রদানের দ্বারা সকল জীবের মোক্ষ বা মুক্তি সম্ভব হয়। কিন্তু এই জ্ঞান ও ধর্মের উপদেশ জ্ঞানক্রিয়াসামর্থ্যের আতিশয্য ছাড়া সম্ভব নয়। আর এইজন্য তিনি অর্থাৎ ঈশ্বর লোকের উদ্ধারের ইচ্ছায় রজ ও তম গুণ বর্জিত বিশুদ্ধসত্ত্বরূপ উপাধি গ্রহণ স্বেচ্ছায় করেন। সাধারণ জীবের ন্যায় অবিদ্যা, কাম, কর্মের অধীন হয়ে চিত্তের উপাধির সাথে স্ব-স্বামিভাব প্রাপ্ত হননা। ঈশ্বরের এই বিশুদ্ধ সত্ত্বোপাধি শাশ্বতিক অর্থাৎ নিত্য, যদিও প্রলয়কালে এই উপাধি প্রামাণিক বলে প্রধানেই লয় হয়ে থাকে। ঈশ্বরের এই সত্ত্বোপাধি বিশুদ্ধ বলেই ঈশ্বরের সর্বদা তত্ত্বজ্ঞান থাকাতে তিনি সদামুক্ত, সদা ঈশ্বর।

এই সকল তথ্য অনুসারেই মহর্ষি পতঞ্জলি ঈশ্বরের লক্ষণ দিয়েছেন -

'ক্লেশ-কর্ম-বিপাক-আশয়ৈঃ অপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষঃ ঈশ্বরঃ' অর্থাৎ ক্লেশ, কর্ম, বিপাক ও আশয়ের দ্বারা অপরামৃষ্ট অর্থাৎ অসংস্পৃষ্ট পুরুষবিশেষই ঈশ্বর।

[ক) ক্লেশ হল অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ নামে পাঁচ প্রকার। অবিদ্যা হল অজ্ঞান। অনিত্যকে নিত্যরূপে। অশুচিকে শুচিরূপে, দুঃখকে সুখরূপে এবং অনাত্মকে আত্মরূপে ভ্রমজ্ঞানই অবিদ্যা। অস্মিতা হল অহং-অভিমান। প্রকৃতির পরিণাম বুদ্ধি প্রভৃতিকে 'আমার' মনে করাই অহং-অভিমান বা অস্মিতা। রাগ হল সুখজনক বস্তুর প্রতি আসক্তি বা তৃষ্ণা। দ্বেষ হল দুঃখজনক বস্তুর প্রতি বিতৃষ্ণা বা ঘৃণা। সর্বশেষ ক্লেশ হল অভিনিবেশ। অভিনিবেশ বলতে মরণভয় বা মরণত্রাস। সাধারণ পুরুষ এই পঞ্চক্লেশের অধীন হলেও বিশিষ্ট পুরুষ অর্থাৎ ঈশ্বর এসব থেকে মুক্ত।

খ) কর্ম ধর্ম ও অধর্মভেদে দু-প্রকার। বেদবিহিত কর্ম হল ধর্ম, আর বেদনিষিদ্ধ কর্ম হল অধর্ম। জীবের কামনা থাকায়, কামনা বশতঃ জীব এসকল কর্ম করে। ঈশ্বরের কোন কামনা থাকতে পারে না। কারণ, তিনি আপ্তকাম। কামনা থাকায় ঈশ্বরের কোন কর্ম প্রবৃত্তি লক্ষ্য করা যায় না অর্থাৎ ঈশ্বরের কোন কর্ম নেই।

গ) বিপাক হল কর্মফল। কর্মফল জাতি(জন্ম), আয়ু ও ভোগভেদে তিন প্রকার। আপ্তকাম ঈশ্বরের কোন কর্ম না থাকায় কর্মজনিত কর্মফলও থাকতে পারে না। ঈশ্বর বিপাকমুক্ত পুরুষ।

ঘ) আশয় হচ্ছে বাসনারূপ সংস্কার। কর্মফলভোগ থেকে এই সংস্কার বা আশয় উৎপন্ন হয়। জীব আশয়মুক্ত নয়। ঈশ্বরের কর্মফল না থাকায় তিনি আশয়মুক্ত]।

সাধারণ পুরুষ অর্থাৎ জীবগণের চিত্তে(বুদ্ধিতে) অবস্থিত অবিদ্যাদি পঞ্চক্লেশ(অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ), ধর্ম-অধর্মরূপ কর্ম(অদৃষ্ট), কর্মের ফল জাতি, এবং আশয় অর্থাৎ কর্মফলভোগের অনুকূল বাসনা - এইগুলি নির্লিপ্ত পুরুষে আরোপিত হয়, যেহেতু সাধারণ পুরুষ এই সকল ফলের ভোক্তা হয়ে থাকে; যেমন যোদ্ধৃসৈন্যগণের বর্তমান জয় বা পরাজয় তাদের স্বামী (প্রভু) রাজাতে আরোপিত হয় এবং বলা হয় ঐ রাজা জয়লাভ করলেন বা পরাজিত হলেন। কিন্তু ঈশ্বর পুরুষ হলেও তাঁতে ঐরূপ ক্লেশকর্মাদি আরোপিত হয় না। ইহাই সংক্ষেপে পুরুষবিশেষ অর্থাৎ ঈশ্বরের বিশেষত্ব। তবে মুক্ত পুরুষগণ এই সকল ক্লেষকর্মাদির থেকে অসংস্পৃষ্ট হলেও তাঁরা পূর্বে কোনও কালে বদ্ধ অবস্থায় থাকাতে ক্লেশকর্মাদির দ্বারা সংস্পৃষ্ট ছিলেন; ঈশ্বর কোন কালেই এই সকলের দ্বারা সংস্পৃষ্ট হন না। ঈশ্বর নামক পুরুষ নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্ত স্বভাব।

যোগদার্শনিকদের মতে, ঈশ্বর জগৎস্রষ্টা নন। কিন্তু তাঁর ইচ্ছামাত্রে জ্ঞান প্রদানের দ্বারা সকল জীবের উদ্ধার প্রাপ্তি ঘটে। এতেই ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব নিহিত। 'ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্য হল যে, তিনি জ্ঞানধর্ম উপদেশের দ্বারা জীবের উদ্ধারের ইচ্ছায় বিশুদ্ধসত্ত্বরূপ উপাধি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেন। এই উপাধি বশতঃই তিনি সর্বজ্ঞ। ঈশ্বরের এই সত্ত্বরূপ উপাধি বিশুদ্ধ বলেই ঈশ্বরে সর্বদা তত্ত্বজ্ঞান থাকে। তাই তিনি সদামুক্ত, সদা ঈশ্বর।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপাদনে যোগ দর্শন সম্মত বিভিন্ন যুক্তি

মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁর যোগসূত্র গ্রন্থের সমাধিপাদে ছয়টি সূত্র উল্লেখ করেছেন, যা থেকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। সূত্রগুলি হল ঃ ‘তত্র নিরতিশয়ং সর্বজ্ঞত্ববীজম্,’ ‘স পূর্বেষামপি গুরুঃ কালেন অনবচ্ছেদাৎ,’ ‘তস্য বাচকঃ প্রণবঃ,’ ‘তজ্জপঃ তদর্থভাবন্‌ম্,’ ততঃ প্রত্যক্‌চেতনাধিগমোহপ্যন্তরায়াভাবশ্চ,’ ‘ঈশ্বরপ্রণিধানাৎ বা।’

১) অন্যতে যে সর্বজ্ঞত্বের বীজ আছে, তা ঈশ্বরে নিরতিশয় অর্থাৎ অনন্তভাব ধারণ করে('তত্র নিরতিশয়ং সর্বজ্ঞত্ববীজম্')। পতঞ্জলি বলেন, সান্তবস্তুর রূপ চিন্তা করতে গেলেই মন বাধ্য হয়েই অনন্তের চিন্তা করবে। সীমাবদ্ধ দেশের কথা চিন্তা করতে গেলেই অনন্ত দেশের কথা চিন্তা করতে হবে। সেরূপ সীমাবদ্ধ কালের কথা চিন্তা করতে গেলে অনন্ত কালের কথা চিন্ত করতে হবে। জ্ঞান সম্বন্ধেও ঐরূপ ক্ষুদ্রজ্ঞানের কথা চিন্তা করতে হলেই তার সাথে সাথে অনন্ত জ্ঞানের বিষয় চিন্তা করতে হবে। জীবের মধ্যে যে জ্ঞান বীজভাবে আছে কোন সর্বজ্ঞ পুরুষে তার চরম উৎকর্ষ স্বীকার করতে হবে। জ্ঞানের তারতম্য স্বীকার করলে তা অবশ্য স্বীকার্য। সেই সর্বজ্ঞ পুরুষ বিশেষই ঈশ্বর।

২) ঈশ্বর পূর্ব পূর্ব গুরুদেরও গুরু, কারণ তিনি কালের দ্বারা সীমাবদ্ধ নন ('স পূর্বেষামপি গুরুঃ কালেন অনবচ্ছেদাৎ')। আমাদের ভিতর যে জ্ঞান আছে তার উন্মেষের জন্য কোন জ্ঞানী গুরু প্রয়োজন। কিন্তু মানুষ বা স্বর্গবাসী দূতবিশেষ আমাদের গুরু হতে পারেন না। তাঁরা সকলেই সসীম হওয়ায় তাঁদের পূর্বে তাঁদের আবার গুরু ছিলেন একথা স্বীকার করতে হবে। তাই স্বীকার করতে হবে যে, এমন একজন গুরু আছেন, যিনি কালের দ্বারা সীমাবদ্ধ বা অবচ্ছিন্ন নন। সেই অনাদি, অনন্ত ও অনন্তজ্ঞানসম্পন্ন গুরুই ঈশ্বর। এই অনাদি, অনন্ত, নিত্য, সর্বজ্ঞ ঈশ্বর কালের দ্বারা সীমাবদ্ধ নন বলে পূর্ব পূর্ব আচার্যদেরও অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতিরও তিনি গুরু।

৩) ব্যক্তি, বস্তু বা ভাবনামাত্রেই একটি বাচক শব্দ থাকে। বাচ্য-বাচক সম্বন্ধ নিত্য ও স্বাভাবিক। বাচক বাচ্যপদার্থের প্রকাশক। ‘গো’ শব্দ উচ্চারণ করলে অভিজ্ঞ ব্যক্তির মনে শৃঙ্গ-লাঙ্গুলাদিযুক্ত পশুবিশেষের আকার উদিত হয়। উক্ত পশুবিশেষ বাচ্য এবং গো শব্দ তার বাচক। তেমনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরে যথার্থ বাচক শব্দ ‘প্রণব’ বা ‘ওঁকার’ উচ্চারণ করলেই সাধকের মনে ঈশ্বরভাব উদিত হয়(‘তস্য বাচকঃ প্রণবঃ’)। অনাদি ঈশ্বরের সঙ্গে অনাদি ‘প্রণব’ বা ‘ওঁকার’-এর সম্বন্ধ নিত্য ও অনাদি।

৪) যোগদার্শনিকদের মতে, প্রণব মন্ত্র বা ওঁকারের পুনঃপুনঃ উচ্চারণ ও তার অর্থধ্যান সমাধিলাভের উপায়। এই প্রণবমন্ত্র জপ এবং ঈশ্বরের ভাবনাই যোগীদের নিকট ঈশ্বর প্রণিধান। সুতরাং ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করতেই হবে('তজ্জপঃ তদর্থভাবনম্')।

৫) মহর্ষি পতঞ্জলি বলেন, ওঁকার জপ ও চিন্তার ফলে প্রত্যক্ চৈতন্যের (পরমাত্মা ঈশ্বরের) সাক্ষাৎকার লাভ হয় এবং যোগ বা সমাধি লাভে বিঘ্নকর সকল অন্তরায় দূরীভূত হয়। আর তাই ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করতেই হবে(ততঃ প্রত্যক্চেতনাধিগমোহপ্যন্তরায়াভাবশ্চ')।

৬) যোগমতে ঈশ্বর প্রণিধানের দ্বারা অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি বিশেষের দ্বারা অথবা সকল কর্মের ফল অথবা সর্বভাব পরম গুরু ঈশ্বরে অপর্ণের দ্বারা যোগী সাধক অচিরে সমাধি ও কৈবল্যলাভ করতে সমর্থ হন। সুতরাং ঈশ্বরের অস্তিত্ব না স্বীকার করে উপায় নাই।

যোগসূত্র গ্রন্থের সমাধিপাদে ঈশ্বপ্রণিধানকে সমাধি লাভের বিকল্প উপায়রূপে উল্লেখ করা হয়েছে ('ঈশ্বরপ্রণিধানাৎ বা')। কিন্তু পরে যোগসূত্রের সাধনপাদে ঈশ্বরপ্রণিধান বিধান করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছেঃ 'তপঃ স্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ'। অর্থাৎ তপস্যা, অধ্যাত্মশাস্ত্রপাঠ ও ঈশ্বরে সর্ব কর্মফল সমর্পণ করাকে ক্রিয়াযোগ বলে। ক্রিয়াযোগে যে ঈশ্বরপ্রণিধানের নির্দেশ করা হয়েছে তা কোন বৈকল্পিক উপায় নয়, তা ধ্যান সমাধিতে অসমর্থ, অথচ যোগমার্গে প্রবেশ করতে ইচ্ছুক সকলেরই অবশ্যপালনীয়।

এইভাবে দেখা যায়, জগৎ সৃষ্টির ব্যাপারে ঈশ্বরের কোন স্থান যোগদর্শনে না থাকলেও যোগসাধনার পক্ষে ঈশ্বরপ্রণিধানের তথা ঈশ্বরের বিশেষ স্থান আছে। তাছাড়া, জ্ঞানদাতা, আদি গুরুরূপে, জ্ঞানধর্মের উপদেশের দ্বারা জীবের উদ্ধার কর্তারূপে যোগদর্শনে ঈশ্বরের স্থান সবার উপরে।

মাধবাচার্য তাঁর সর্বদর্শনসংগ্রহ গ্রন্থে বলেছেন যে, ‘ঈশ্বর তাঁর ইচ্ছামাত্রে এক বা বহু লীলাদেহ ধারণ করে সেগুলির অধিষ্ঠাতারূপে লৌকিক ও বৈদিক সম্প্রদায়ের প্রবর্তন করেন এবং এইরূপে আধ্যাত্মিকাদি দুঃখে পীড়িত জীবকে কৃপা প্রদর্শন করেন। তিনি আরও বলেন ঈশ্বরের অনুগ্রহে সমাধিলাভের পথ সুগম হয়।

যোগদার্শনিকগণ বলেন, জীব পাপকর্মের জন্য দুঃখ এবং পুণ্যকর্মের জন্য সুখ ভোগ করবে-এই নৈতিক দাবী মিটিয়ে জীবের দুঃখ থেকে মুক্তিলাভের সহায়ক জগতের অভিব্যক্তি ঘটান অচেতন প্রকৃতির পক্ষে কোন চেতন সত্তার পরিচালনাতেই সম্ভব। এই চেতন সত্তাই ঈশ্বর।

যোগমতে কৈবল্যলাভ যোগসাধনার লক্ষ্য। কৈবল্যে পুরুষ বা আত্মা চৈতন্যস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ঈশ্বরের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ থাকে না। সুতরাং বলা যায়, যেহেতু যোগের লক্ষ্য আত্মার কৈবল্য, সেহেতু ভাগবতমার্গের ভক্তিরসে সিঞ্চিত সাধকের নিকট ভগবানের যেমন প্রয়োজন, যোগীর নিকট ঈশ্বরের স্থান বা প্রয়োজন তেমন নয়।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ